Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র


## জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চাজ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ



## বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।


৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 19th July, 1961 { ১০ম সংখ্যা।

### ব্রজশশী আয়ুর্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

### ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

# অভাগী মায়ের আশা-ভরসা

—•—

মা বাপে রাজলক্ষ্মী নাম রাখিলেও কন্যা যে সত্য সত্যই রাজলক্ষ্মী হইবে এমন কোনও স্থিরতা নাই। রাজলক্ষ্মী মাখন নামে একটি শিশু কোলে নিয়ে বিধবা হওয়ার পর স্বামীর স্বজনগণের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া অতিকষ্টে দিন যাপন করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ অগ্রজ একটি কলেজের অধ্যাপক। গ্রীষ্মের অবকাশে ভগ্নী ও ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য গিয়াছেন।

মাখনকে তার মা বড় মামাকে প্রণাম করিতে বলায় মাখন বড় মামাকে প্রণাম করিল। মামা বিধবা ভগ্নীর আশা ভরসা মাখনের বিদ্যা শিক্ষার সংবাদ লইবার জন্য ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

রাজু! তুই তো 'ক' অক্ষর জানিস না, চিঠিপত্র লিখতে পারিস্ না বলে আমি তোদের খবর নিতে এতদূর এসেছি। তোর মাখনকে পাঠশালায় পড়তে দিয়েছিস্ তো?

রাজু—বড়দা! মাখনের পড়ার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। রাত দিন বই নিয়ে কত যে পড়ে তা কি বলবো!

মামা—মাখন! কি বই পড়?

মাখন—প্রথম ভাগ বড় মামা।

মামা—বানান করতো "অনুধাবন"

মাখন—অনুধাবন? বড় মামা? অনুধাবন?

দন্ত্য ন—এ হ্রস্ব ই—কার, তালব্য শ, বর্গীয় জ, ল, আরও কত বলে ফেল্‌লো।

( তবুও মাখন থামে না, থামো বলে থামাতে হলো )

মামা—ধারাপাত পড়ো মাখন?

মাখন—সুর করে পড়ি বড় মামা।

মামা—পঁচিশ কড়া কত? বলতো

মাখন—পঁচিশ কড়া বড় মামা? পঁচিশ কড়া?

সাড়ে বার গণ্ডা, বার গণ্ডা সাত কড়া। বড় মামা তো অবাক। রাজলক্ষ্মীর মত নিরক্ষরা প্রতিবেশিনীরা সকলে মাখনের বড় মামার প্রশ্নের তুরন্ত উত্তর শুনে, বলতে লাগলো—মাখনের 'ক খ ফ ক খ ফ' এর ঠেলায় পাড়ার লোকের ঘুম হতো না। বড় মামার মুখে হ'তে কথা কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব করছে। রাজলক্ষ্মীও মাখনের চটপট জবাব শুনে বড়দা'র পায়ের ধূলো নিয়ে নিজের মাথায় আর প্রাণের সন্তান মাখনের মাথায় দিয়ে, জিজ্ঞাসা করলে—বড়দা! এই হতভাগীর কপালে মাখন কি আমার বাঁচবে? বিধবা ভগ্নীর আশা ভরসা দেখিয়া তাঁর বড়দা উত্তর দিলেন—বোন্, তোমার বিধবার পুঁজি মাখন আমার হাতে বেঁচে গেল, কিন্তু কোন গোঁয়ারের হাতে পড়লে রক্ষা নাই!

# অভাগী ভারত মাতার আশা-ভরসা

—•—

পরাধীনা শৃঙ্খলিতা ভারত মাতা ১৯৪৭ এর ১৫ই অগাষ্ট তারিখে সুসন্তানগণ কর্ত্তৃক শৃঙ্খলমুক্তা হইবার সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে ভারত মাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান ও জাতির জনক বলিয়া কথিত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মাখনের মত পঁচিশ কড়া না হইলেও মাত্র ৫৫ কোটি টাকার ব্যাপারে কোনও গোঁয়ারের কোপে পড়িয়া মাখনের বড় মামার ভবিষ্যৎ বাণীর সফলতা প্রমাণ করিয়া রাজলক্ষ্মী ভারত মাতার সমস্ত আশা ভরসার শোকাবহ পরিণতি ঘটাইয়া গিয়াছেন। গান্ধীজি যখন বুঝিতে পারিতেন তিনি খুব ভুল করিয়াছেন, তখন বলিতেন আমি হিমালয় পর্ব্বতের মত প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছি।

ভারত স্বাধীন হইয়াছে ১৪ বৎসর হইল। গান্ধীজি মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস পরেই আততায়ী হস্তে নিহত হইলেন। এখন যেমন কোনও রাজপুরুষ কোথাও গেলে বা সভা সমিতিতে যোগ দিলে রাস্তা সুরক্ষিত করা হয়, পুলিশ দিয়া সভাস্থলে তাঁহাদের জীবনের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, গান্ধীজির সম্বন্ধে তেমন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। যাঁহারা তাঁহার "ফিলজফি" মানিয়া চলেন, তাঁহারাও তাঁহার সব কথা নিজেদের সুবিধার জন্য অমান্য করিতে দ্বিধা করিতেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় তিনি ভারতের মত গরীব দেশের কোন সরকারী কর্ম্মচারীর ৫০০৲ টাকার অধিক মাসিক বেতন লওয়া উচিত নয় বলিয়াছিলেন। আমরা যতদূর জানি পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন গবর্ণর স্বর্গীয় ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ভিন্ন গান্ধীজির এই মত কেহই মান্য করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

স্বাধীনতার চৌদ্দ বৎসর হইল। পণ্ডিত জহরলাল বরাবরই প্রধান মন্ত্রী আছেন। কাশ্মীরে হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া কত যে হিমালয় সদৃশ প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছেন তাহা একবারও স্বীকার করেন নাই। উচ্চ কণ্ঠে তাঁহার দীর্ঘকালের অকৃত্রিম বন্ধু সেখ আবদুল্লার উচ্চ প্রশংসা করিয়া শেষ অবধি বুঝিয়াছেন যে তাঁহার সিদ্ধান্ত ভুল—তবুও তাহা ভুল বলিয়া একবারও স্বীকার করেন নাই।

সব চেয়ে দুঃখের কথা স্বাধীনতার দিন না হউক র‍্যাডক্লিফের ভাগ বাঁটোয়ারার পর হইতে জলপাইগুড়ির যে বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ভারতের অংশরূপে আছে, হঠাৎ পাকিস্থানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নুনের সহিত ভারতবাসিগণের নিকট অজানিত চুক্তি করিয়া, সেই বেরুবাড়ীর এক প্রকাণ্ড অংশ পাকিস্থানের সদয় হস্তে অর্পণ করার পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে একা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নহে সমস্ত ভারতই গণতন্ত্রকে নিজের খোস খেয়ালতন্ত্রে পরিণত করিয়া ভারতীয় সংবিধানে নিন্দনীয় অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। নিজের ক্ষমতা বহির্ভূত বলিয়া রাষ্ট্রপতির মারফতে ভারতের সুপ্রিম আদালতে পর্য্যন্ত জিদ যাতে বজায় থাকে তাহার পূর্ণ তদ্বির করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ( যাঁহার উভয় আইন মণ্ডলীই এক বাক্যে প্রধান মন্ত্রীর বে-আইনী আবদার অগ্রাহ্য করিয়াছিল ) তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বহু মান্যগণ্য

হৃদয়বান ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাটি বক্তৃতা করিয়া জানাইয়া দিয়াছিলেন—ভারতের এক ইঞ্চি ভূমি অন্য বিদেশী রাজ্যকে অর্পণ করিলে পশ্চিম বঙ্গের মানুষ ভারত সরকারকে ক্ষমা করিবে না।

হায় মা ছিন্নমস্তা ভারত! তোমার অদৃষ্টে আরও কি আছে তাহা বিধাতাই জানেন।

তবে নির্ব্বাচনে শপথ-ভঙ্গকারী নেমকহারামদের ভোট না দিলেই তাদের নির্ব্বাসন ও সকল আশা নির্ব্বাপণ করা ভোটারগণের হাতের মধ্যেই আছে।

---

## কৃষিক্ষেত্রে বনমহোৎসব

গত ১৫ই জুলাই শনিবার ও ১৭ই জুলাই সোমবার যথাক্রমে জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানা ও সুতী থানা কৃষিক্ষেত্রে দ্বাদশ বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। উভয় অনুষ্ঠানেই জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছেন। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

---

## পরলোকগমন

গত ৩০শে আষাঢ় শনিবার সন্ধ্যায় জঙ্গিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ উকিল শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিরহঙ্কারী, সদালাপী ব্যক্তি খুব কম দেখা যায়। তিনি বিধবা পত্নী, পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর জন্য ১৭ই জুলাই সোমবার জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় বন্ধ হয়। জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ে, জঙ্গিপুর বারলাইব্রেরীতে ও মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রিক্রিয়েশন ক্লাবে শোকসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

---

## আমরা সবাই মরিনি

**বনফুল**

আমরা সবাই মরিনি এখনও
আমরা সবাই মরি নি,
প্রভুর প্রসাদ কুড়াব বলিয়া
সকলেই ধামা ধরি নি।
নব যৌবন এখনও বাঁচিয়া আছে
বেশী দূরে নয় তোমাদেরই কাছে কাছে
রক্তে তাদের অগ্নির বাণী নাচে
—বাণী প্রলয়ঙ্করিণী
আমরা সবাই মরি নি এখনও
আমরা সবাই মরি নি।
চিরকাল মোরা বেঁচে আছি জেন
মরি না আমরা গুলিতে
কত দম্ভের উচ্চ প্রাসাদ
টানিয়া এনেছি ধূলিতে।
গজদন্তের মীনারে বসিয়া যারা
ক্ষমতার মদে হয়েছে আত্মহারা
মোদের দেবতা তাদের রক্তধারা
পান করেছেন খুলিতে
দুর্বল নহি দুর্বার মোরা
মরি না কখনও গুলিতে।
অত্যাচারীর গুলি ও চাবুক
সেই তো মোদের আভরণ
ক্ষত-বিক্ষত দেহ লইয়াই
সদর্পে করি বিচরণ,
রক্ত মোদের বর্ম রচনা করে,
মৃত্যু মোদের অধরে অমৃত ধরে
ইতিহাসে লেখা থাকে স্বর্ণাক্ষরে
মোদের দৃপ্ত আচরণ
মোদের কীর্তি পারে না ঢাকিতে
কোনও মিথ্যার আবরণ।
অবনত শিরে আমরা কখনও
প্রভুর পাদুকা বহি না
অত্যাচারীর রক্ত চক্ষু
আমরা কখনও সহি না।
চিরকাল মোরা আকুল উন্মাদনায়
নৃত্য করেছি কালীয় নাগের ফণায়
চাটুকার যেথা চাটে প্রসাদের কণায়
আমরা সেখানে রহি না
অবনত শিরে আমরা কখনও
প্রভুর পাদুকা বহি না।
আমরা রহি যে মরণ-খেলায়
শ্রাবণে কংসে নাশিতে
যবি কারাগার,—ফাঁসির মঞ্চে
উঠি যে হাসিতে হাসিতে
দস্যু নাদির, চেংগিস্ তৈমুর
হিংস্র শ্বাপদ, বিষধর গোক্ষুর
যাহারা তাদের দন্ত করেছে চুর
তাদেরই ভস্মরাশিতে
জনম লভেছি মরণোন্মুখ
নূতন পিশাচে নাশিতে।
নিত্যকালের মোরা প্রহ্লাদ
মরণকে কভু ডরি না
আরাধ্য ধন না পাওয়া অবধি
আসন হইতে সরি না
নৃসিংহ জানি হিরণ্যকশিপুরে
ধ্বংস করিবে পাথরের থাম ফুঁড়ে
সত্যের জয় ধ্বনিবে গগন জুড়ে,
তাই মোরা ভয় করি না
মরণের সাথে খেলা করি মোরা
মরণকে কভু ডরি না।

['দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত

---


## জঙ্গিপুর কলেজ (মুর্শিদাবাদ)

তৃতীয় বর্ষ কলা ও বিজ্ঞান, ১ম বর্ষ (ত্রৈবার্ষিক কলা ও বিজ্ঞান) এবং প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি চলিতেছে।

ছাত্রাবাসে স্থান সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বাহ্নে দরখাস্ত করিতে হইবে। ভর্ত্তির সময় আপন আপন মার্কসিট কলেজ অফিসে দাখিল করিতে হইবে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট লইয়া আসিতে হইবে। ভর্ত্তির ফরম আবেদন করিলে কলেজ অফিস হইতে পাওয়া যাইবে।

J. Dutt,
প্রিন্সিপ্যাল, জঙ্গিপুর কলেজ।

## দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪৯২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে




### বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের
## আমলা কেশ তৈল



(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২)

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
## ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
## মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—



আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমুর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১.১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

## ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ও
## সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্যে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
## হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।